যুগান্তর

তারিখ ... 9 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

পুনর্বাসনের জন্য মুখিয়ে আছেন ছাত্রদলের সাবেক নেতারা

মুশতাক আহমেদ

পুনর্বাসনের জন্য মুখিয়ে আছেন ছাত্রদলের সাবেক নেতারা। বিগত দুই কমিটিতে যারা সংগঠন থেকে বিদায় নিয়েছেন বা পদবঞ্চিত হয়ে এক ধরনের বিতাড়িত হয়েছেন— তারা চান রাজনীতির সুযোগ। আর এ লক্ষ্যেই ওইসব নেতা হয় যুবদল বা স্বেচ্ছাসেবক দল কিংবা বিএনপির বিভিন্ন শাখা কমিটিতে স্থান পেতে চান। এজন্য তারা এরই মধ্যে চেষ্টা-তদবির শুরু করেছেন। এমনকি বিএনপি হাইকমান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। কয়েক দিন ধরে যুবদলের বর্তমান কমিটি ভেঙে নয়া কমিটি গঠনের গুঞ্জন উঠেছে। দায়িত্বশীল একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বিএনপি হাইকমান্ড এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অনেকটাই পাকাপোক্ত করে ফেলেছে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পর ঘোষণা আসতে পারে। এখানেই শেষ নয়, প্রায় একই সময়ে বিএনপির ঢাকা মহানগর শাখার নতুন কমিটিও ঘোষিত হতে পারে। সূত্রগুলো বলছে, যুবদল কমিটির ব্যাপারে মতামত নেয়ার জন্য সম্প্রতি সংগঠনটির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে তলব করেন চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এ সময় চেয়ারপারসন নিজের ইচ্ছার কথা যুবদল সভাপতিকে জানিয়ে দেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল যুগান্তরকে বলেন, 'দেশনেত্রীর (খালেদা জিয়া) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে যুবদল প্রস্তুত। তার নির্দেশনা মতোই আমরা রাজনীতি করছি। তার কমান্ডের প্রতি দলের প্রতিটি নেতাকর্মীর পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য রয়েছে।' চেয়ারপারসনের সঙ্গে নতুন কমিটির ব্যাপারে তার বৈঠকের প্রসঙ্গটি অবশ্য তিনি এড়িয়ে বলেন, 'ছাত্রদলে অনেক ত্যাগী, মেধাবী ও সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব রয়েছে। যারা এখন সাবেক হিসেবে আছেন তারা অনেকেই যুবদল করতে চান। আমার সঙ্গে অনেকে যোগাযোগও করেছেন। দলের হাইকমান্ডেরও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন তারা। অবশ্যই মেধাবী আর যোগ্যদের উপযুক্ত মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে শতভাগ সহায়তা থাকবে।'

সিটি নির্বাচনের পর যুবদলের কমিটি

প্রসঙ্গত, বিগত হেলাল-বাবু এবং টুকু-আলীম কমিটি থেকে কেবল কেন্দ্রীয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শতাধিক যোগ্য নেতা সাবেক হয়েছেন। এসব নেতা নিজেদের মেধা, শ্রম আর ত্যাগে তিল তিল করে গড়ে তোলেন ছাত্রদল। তারাই এখন পুনর্বাসিত হতে চান। অন্যদিকে ছাত্রদল থেকে বিদায় নেয়ার পর বিএনপিও তাদের যুবদলে একীভূত করার ইতিহাস রয়েছে। সাবেক ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে যুবদলে প্রথমবারের মতো অভিষেক ঘটে ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবীর খোকনের। তাকে দেয়া হয়েছিল সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ। এরপর সাইফুল আলম নীরব, আকম মোজাম্মেল হোসেন সেই উত্তরাধিকার লাভ করেন।

যুবদলের কমিটি গঠনের গুঞ্জনে এ নিয়ে বিএনপির প্রভাবশালী বিভিন্ন নেতাও নানা চেষ্টা তদবির করছেন বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, তাদের লক্ষ্য যুবদলকে পকেটস্থ করা। আর এ অবস্থায় একটি অংশ চাচ্ছে যুবদলের ভেতর থেকেই সংগঠনটির আগামী দিনের কাণ্ডারি বের করতে। আরেকটি অংশ চাচ্ছে, ছাত্রদল থেকে বাদ পড়া দক্ষ সংগঠকদের কেন্দ্রীয় ও মহানগর কমিটিতে বসিয়ে কমিটি গঠন করতে। তবে বিগত সাড়ে ৪ বছরে সরকারবিরোধী আন্দোলনে নেতাদের পারফরমেন্সের বিবেচনায় নিচ্ছে। বিএনপি হাইকমান্ড এ ব্যাপারে অনেক সচেতন। এ কারণে বর্তমান যুবদল ও সাবেক ছাত্রদল নেতাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের চিন্তাভাবনা চলছে বলেও সূত্রগুলো জানায়।

জানা গেছে, বর্তমানে যুবদলে থাকা নেতাদের মধ্যে যারা পদ পেতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম, সাংগঠনিক নেতারা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

নেতারা : সাবেক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদক আকম মোজাম্মেল হোসেন, প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর নেওয়াজ আলী, সেলিমুজ্জামান সেলিম, সহ-সভাপতি মাহবুবুল হক নান্নু, ঢাকা মহানগর উত্তর সভাপতি মামুন হাসান প্রমুখ। এ অংশটি চাচ্ছে কেবল যুবদল থেকেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বেরিয়ে আসুক। এদের এ মনোভাবের সঙ্গে যুবদল সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম নীরবও একমত বলে সূত্র জানায়। এমনকি এদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েও যেতে পারেন। অন্যদিকে এদের বাইরে যুবদলে নেই কিন্তু নেতৃত্ব প্রাপ্তির বিবেচনায় ও প্রতিযোগিতায় রয়েছেন তাদের মধ্যে ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবীর খোকন, বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী এমপি,' সাবেক ছাত্রদল নেতা আবুল খায়ের ভূঁইয়া এমপি, আজিজুল বারী হেলাল, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, খালেদা জিয়ার নিরাপত্তা ফোর্সের সদস্য কামরুজ্জামান রতন, আজিজুল ইসলাম আলীম, শহীদুল ইসলাম বাবুল, নুরুল ইসলাম নয়ন, হাসান মামুন, বেনজির আহমেদ টিটু, আমিরুজ্জামান শিমুল, আসাদুজ্জামান আসাদ, শাহীন ইকবাল মাহমুদ টিটো অন্যতম। বিএনপি সূত্র জানায়, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে এর ঢাকা মহানগর শাখার কমিটি ঘোষণার তোড়জোড় রয়েছে। এ কারণে মহানগরে নেতৃত্ব প্রত্যাশীরাও দৌড়-তদবিরে রয়েছেন। মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ কমিটিতে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এসএম জাহাঙ্গীর, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন আকিল, ঢাকা কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, তিতুমীর কলেজের সাবেক ভিপি মোহাম্মদ হানিফ, বাংলা কলেজের শাহীন পারভেজ, পল্লবীর শফিকুল ইসলাম মিল্টন, রেজাউর রহমান, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ রয়েছেন। সূত্র জানায়, গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের অফিস হওয়ার কারণে উত্তর শাখার কমিটি অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে এ কমিটি গঠনে হাইকমান্ডের ইচ্ছা অগ্রাধিকার পেতে পারে। তবে যুবদলের মহানগর দক্ষিণ কমিটি গঠনে সব সময়ই প্রভাবশালীদের প্রত্যাশার গুরুত্ব পাওয়ার রেকর্ড রয়েছে। আর এ কারণে এ শাখার নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা বেশি হয়ে থাকে। দক্ষিণ শাখার কমিটিতে যারা গুরুত্বপূর্ণ পদপ্রত্যাশী তাদের মধ্যে মির্জা আব্বাসের অনুসারী হিসেবে পরিচিত রফিকুল আলম মজনু, মিলন, মোনায়েম মুন্না, সাদেক হোসেন খোকার অনুসারী হিসেবে পরিচিত শহীদ হোসেন, কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু, মোনায়েম মুন্না, নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুর অনুসারী হিসেবে পরিচিত সদ্য কারামুক্ত নেতা রফিক আহমেদ তপন, আমানউল্লাহ আমানের অনুসারী হিসেবে পরিচিত গোলাম মাওলা শাহীন, আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন অন্যতম বলে জানা গেছে।